২১ এর ১২ টা বাজানো!

কর্ণফুলী'র একুশে চিন্তা

একটি বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে সিডনীস্থ একুশে একাডেমী প্রবাসের মাটিতে প্রথম বাংলা ভাষা স্মৃতি ফলক স্থাপন করার পর থেকে বিভিন্ন কারনে অদ্যাবদি তারা মানসিকভাবে নিরাপদে বা শান্তিতে নেই। একটি বিশেষ পক্ষ এ মহান উদ্যেগ ও পরিকল্পনার গোড়া থেকেই হিংস্র আঁচড় দেয়ার জন্যে সর্বদা ওঁত পেতে বসে আছে এবং মাঝে মাঝে 'লেজ' নেড়ে ঝোঁপের আড়াল থেকে তাদের উপস্থিতি অবগত করছে। এতদ সত্তেও নির্ঘাত আক্রমনের আতঙ্ক কাঁধে নিয়ে একুশে একাডেমী গত ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সিডনীস্থ (এ্যাশফীল্ড আবাসিক এলাকায়) একটি ঐতিহাসিক পার্কে শত-শত দর্শনার্থি ও অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে ভাষা শহীদদের স্মৃতি স্তম্ভটিকে অত্যন্ত আড়ম্বরপুর্ণভাবে উম্মোচন করেন। একুশে একাডেমী'র সভাপতি সহ বর্তমান কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের সাথে গত একমাস ধরে কর্ণফুলী'র কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা হয় এবং জানতে চাওয়া হয় অসন্তুষ্ট পক্ষটির 'অশান্তি'র বিষয়টি। অনুসন্ধান করে ঐ বিশেষ পক্ষটির ক্ষোভ ও ঈর্ষায় জর্জরিত হওয়ার কারণটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উদঘাটন করা হয়। জানা যায় যে 'অসন্তুষ্ট পক্ষ'টি গোড়া থেকেই 'সম্মান-ভিক্ষা' চেয়ে একুশে একাডেমী'র কাছে বারংবার ধর্না দিয়েছিল। একুশে একাডেমী'র বিভিন্ন সভাতে ঐ পক্ষকে ডেকে এনে সম্মানের আসন দিলে তারা একাডেমী'র বিরুদ্ধে কলম ধরবেনা বা তাদের রেডিওতে বেসামাল কিছু বলবেনা বলে একাডেমী'র কর্তৃপক্ষকে শর্ত দিয়েছিল। ইনিয়ে বিনিয়ে বহুবার বলেছিল,

অষ্ট্রেলিয়ার বুকে বাংলার গর্বিত পদচীহ্ন, ভাষা শহীদ মিনার

'সালাম দিন, লেখা নিন'। কিন্তু শত অনুনয়, বিনয় ও হুমকিতেও কিছু হয়নি। দৃঢ় চিত্তের অধিকারী একুশে একাডেমী'র সাহসী সভাপতি নির্মল পাল ও তার সহকর্মিরা ঐ অসন্তুষ্ট পক্ষের ক্রোধকে তোয়াক্কা না করেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের কাজ করে যান। শেষাব্দি সকলের সহযোগিতায় অত্যন্ত সফলতার সাথে অষ্ট্রেলিয়ার বুকে তারা বাংলা ভাষার স্থায়ী ও ঐতিহাসিক পদচীহ্নটি এঁকে দিতে সক্ষম হন। শত চেষ্টাতে ব্যর্থ এবং 'সম্মান ভিক্ষা'য় উপেক্ষিত হয়ে অসন্তুষ্ট পক্ষটি রাগ করেননি বরং ভিন্ন পথে চাতুরালি'র আশ্রয় নেয়। তাদের সাপ্তাহিক ২ঘন্টার রেডিও'র মাধ্যমে তড়িঘড়ি অযাচিতভাবে একদিন একুশে একাডেমী'র এই ঐতিহাসিক বিজয়কে 'প্রথম ধন্যবাদ' জানিয়ে পুনরায় কাছে ঘেঁষতে চায় এবং 'সম্মান ভিক্ষা' চেয়ে গোপনে হাত মেলে দেয়। কিন্তু একুশ একাডেমী নির্বিকার, ঘুনাক্ষরেও ভ্রুক্ষেপ করেননি ঐ 'ভিক্ষুক'দের প্রতি। শত বাঁধা ও অপবাদকে ডিঙিয়ে নিজ যোগ্যতায় সফল একুশে

একাডেমী অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে গর্বে বুকটান করে উন্নত শীরে দাঁড়ায়। অসন্তুষ্ট পক্ষের ঐ অযাচিত 'প্রথম ধন্যবাদ' বা 'সালাম দিন - লেখা নিন' কোন শর্তেই একুশে একাডেমী তোয়াক্কা করলেন না।

সভাপতি শ্রী নির্মল পাল জানিয়েছেন যে উল্লেখিত ঐ পক্ষটির মাঝে সম্প্রতি আরেকটি নুতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। একুশে একাডেমী'র একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্ণফুলীকে বলেছেন যে, "বাংলা সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া অসমাপ্ত থাকলেও পড়ন্ত বয়সে 'ইংরেজী মিডিয়ামে' নুতন করে 'হিসাব বিজ্ঞানে' ছয় হপ্তা'র একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছে ঐ পক্ষটির একজন। একুশে একাডেমী'র আয়-ব্যায় এর হিসেব নিয়ে সে তার ক্লাসের 'এ্যাসাইনমেন্ট' জমা দেয়ার জন্যে এখন হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। তার এই নুতন উপসর্গতে এখন মনে হচ্ছে দুষ্ট লোকটি ২১ সংখাটিকে উল্টে ১২ টা না বাজানো পর্যন্ত ওর চিত্ত শান্তি পাচ্ছেনা। আর তাই একেকবার একেক ইস্যু নিয়ে ব্যাক্তিটি আলোচনায় আসতে চাইছে। ওকে সমাজে এখন চিহ্নীত করতে হবে এবং ওর স্বার্থান্বেষী গতিবিধিকে লক্ষ্য রেখে সকলে ওকে এড়িয়ে চলতে হবে। তবে যুৎ সই গুঁতো পড়লে ভীরু কাছিমের মতো ও তখন মাথা গুটিয়ে ফেলে। সংগঠনের আয়-ব্যায়ের হিসেব অষ্ট্রেলিয়ার প্রচলিত প্রশাসনিক নিয়মে যাদের কাছে দেয়ার শুধুমাত্র তাদেরই দেয়া হবে। 'রেডিওতে বলে দেব অথবা দু'কলম খুঁচে দেব' বলে ধমক দিলে এখন আর কাজ হবেনা। বাঙালী বুদ্ধিমান, তারা বুঝে কার কি উদ্দেশ্য, কে কি চায়।"

শ্রী নির্মল পাল ও তার একজন সহকর্মী আরেকটি বিষয় নিয়ে কর্ণফুলী'র কাছে নিদারুনভাবে আক্ষেপ করেছেন। বলেছেন তাদের একুশ একাডেমী'র স্মৃতি ফলক উদ্বোধন বিষয়ে তারা কোন ব্যাক্তি বা সংগঠনকে প্রামান্যচিত্র করার জন্যে কখনো নিমন্ত্রণ করেননি অথবা দেশে প্রচারের অনুমোদন দেননি। তবুও একটি দম্পতি নিজেদের কষ্ঠ শুনানো ও দেশে নিজের পরিবারের সদস্য/বন্ধুদের 'সুরাত' দেখানোর জন্যে 'মান্ নেহী মান্, ম্যায় তেরে মেহমান্' ভাব নিয়ে নরসুন্দরের ক্ষৌরকর্মের বাক্সের মতো একটি ঘরোয়া ব্যবহৃত 'হ্যান্ডিক্যাম' হাতে নিয়ে দুজনে ছুটে আসে অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশ দুতাবাস ও একুশ একাডেমী থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে বারংবার নিষেধ করা সত্বেও সবার অলোখ্যে ভুল তথ্য সম্বলিত একটি প্রামান্যচিত্র ঝটপট তারা তৈরী করে ফেলে। 'ওগো দেখ আমাদের, আমরা এখন সিডনীতে থাকি' এই আত্মতৃপ্তির বানী দিয়ে তথাকথিত ডকুমেন্টারিটি তারা দেশে একটি ক্যাবল চ্যানেলে প্রচারের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। একুশে একাডেমীর কয়েকজন কর্মকর্তা আক্ষেপ করে বলেছেন, "ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, যে পরিবারের সন্তানের জন্মদিন, তারাই জানেনা তাদের সন্তানের কেক কাটা দৃশ্য ভিডিও হচ্ছে। অনুমতি নেই, নেমন্তন নেই, অথচ অনাহুতের মতো কোত্থেকে কোন অর্বাচিন উড়ে এসে সে জন্মদিনের প্রামান্যচিত্র করছে! আসলে নামকুড়ানোর ধান্দায় এ জুটি মরিয়া হয়ে গেছে এখন সিডনীতে। তাই একুশের অনুষ্ঠানে অযাচিত আবির্ভাব এবং এই ডকুমেন্টারী।"

দীর্ঘদিন পর চলতি হপ্তায় একুশে একাডেমী'র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে, বাধ্য হয়েছে মুখ খুলতে। একুশে একাডেমী'র সভাপতি শ্রী নির্মল পাল কর্ণফুলী'কে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে সিডনীস্থ কয়েকটি বাংলাভাষী রেডিওতে পড়ে শুনানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন